মুমিন তোমার আমল কৈ?

মহান আল্লাহ বলেন, মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। *(সূরা আস্‌র)*

আহলে সুন্নাহ অল-জামাআর নিকট ঈমান হল তিন বস্তুর সমষ্টির নাম; প্রথমতঃ অন্তরে বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ মুখে স্বীকার এবং তৃতীয়তঃ কাজে পরিণত করার নাম। কাজে পরিণত না করলে ঈমান অসম্পূর্ণ। সুতরাং কেউ যদি অন্তরে না রেখে মুখে স্বীকার করে এবং আমলেও কোন কোন সময় প্রদর্শন করে, তাহলে সে মুনাফিক। আর কেউ অন্তর ও মুখে ঈমান এনে কাজে পরিণত না করে, ফরয বা ওয়াজেব অস্বীকার করে, সে কাফের। অবশ্য অস্বীকার না করে যদি অবহেলায় আমল ত্যাগ করে, তাহলে সে ফাসেক।

শরীয়ত এসেছে, তার উপর আমল করার জন্য। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য। হাদীস রয়েছে মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু তা যদি মনে ও মুখে থাকে এবং কাজে না থাকে, তাহলে তার মূল্য কি? ফুল-ফলহীন গাছের মূল্য আর কতটুকু? আয়নার পারা খসে পড়লে তার দাম কি?

আমলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; (১) তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? (২) তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? (৩) তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং (৪) কোন্ পথে ব্যয় করেছে? আর (৫) যে ইল্‌ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

আমল ছাড়া আল্লাহর কাছে বংশ, সম্মান বা অন্য কিছুর কোন মর্যাদা নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।" *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষের আমল নেই বলেই ইসলামের পূর্ণ রূপ মলিন হয়ে আছে। আমল নেই দেখেই আফশোস করে কবি বলেছেন, 'ইসলাম দার কিতাব অ মুসলিম দার গোর।' অর্থাৎ, ইসলাম আছে কিতাবের মাঝে মুসলিম আছে গোরে। আর কবি নজরুলের ভাষায়, 'ইসলাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্থান।' তার মানে আসল ইসলাম কুরআন-হাদীসে সীমাবদ্ধ আছে এবং খাঁটি মুসলিম সাহাবা-তাবেঈনগণ গোরস্থানে সমাধিস্থ আছেন। বর্তমান সমাজে তাঁদের নজীর মেলা দায়।

পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা আমল করে, কিন্তু সেই আমলে ইখলাস থাকে না, বরং রিয়া বা লোকপ্রদর্শন থাকে অথবা সে আমল তরীকায়ে মুহাম্মাদী অনুযায়ী হয় না। ফলে সে আমলও কোন কাজে লাগে না। অনেক সময় আখেরাতের সেই আমল দ্বারা দুনিয়া কামানো উদ্দেশ্য হয়। আর তাতে লাভ কি?

হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!' তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(আব্দুর রাযযাক এটিকে ইবনে মসঊদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করছেন। সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

কিছু মানুষ আছে, যারা ইল্‌ম শিক্ষা করে অথচ সেই অনুযায়ী আমল করে না। বরং অপরকে শিক্ষা দেয় এবং অপরকে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু নিজে তাতে উদ্বুদ্ধ হয় না। যে সরষেয় ভূত ছাড়বে, সেই সরষেয় ভূত পেয়ে বসে আছে। যে বেড়া ক্ষেতের হিফাযতের জন্য দেওয়া হয়েছে সেই বেড়াই ক্ষেত খায়। অনেক বারুই অন্যের চাল ছুইয়ে বেড়ায় কিন্তু বারুয়ের নিজের চালই ফুটো, তার খেয়াল নেই। অনেকে অপরকে আলো দেখাবার জন্য চেরাগ জ্বেলে রেখেছে কিন্তু তার সেই চেরাগ তলে অন্ধকার। অনেক চিকিৎসক অপরের চিকিৎসা করে, কিন্তু সে নিজের চিকিৎসা নিজে করে না। এই শ্রেণীর লোকও বড় ক্ষতিগ্রস্ত। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না?" *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪)* "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা নিজে কর না তা তোমরা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা নিজে কর না তা তোমাদের বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বফ্ ২-৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না, তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।" *(আহমাদ ৩/১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!" *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১২৫নং)*

অতএব ভাই তালেবে ইল্‌ম! এমন কোন সদাচরণের জন্য লোককে আদেশ দিও না, যা তুমি নিজে কর না। কারণ, তা করা বড় লজ্জাকর ব্যাপার। উপদেশ করলে নিজেকে সর্বাগ্রে কর। নিজে নমুনা ও আদর্শ হয়ে আদেশ করলে তবেই তুমি হবে অনুসরণীয়।

হযরত আলী বলেন, তুমি তার মত হয়ো না যে বিনা আমলে পরকালের সুখ আশা করে এবং দীর্ঘ কামনার জন্য তওবায় দেরী করে। দুনিয়া সম্বন্ধে বৈরাগীর মত কথা বলে, অথচ কাজ করে দুনিয়াদারের মত। পার্থিব সম্পদ পেলে তুষ্ট হয় না, না পেলে বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না। মানুষকে সেই কথার উপদেশ দেয় যা সে নিজে পালন করে না। নেক লোকদের ভলোবাসে, কিন্তু তাদের মত আমল করে না। মন্দ লোকদের ঘৃণা করে, অথচ সে তাদেরই একজন। অধিক পাপের জন্য মরণকে ভয় করে এবং যার জন্য মরণকে ভয় করে তাতেই সে অবিচল থাকে!

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে জনসাধারণের ইমাম বা নেতা মনে করে তার উচিত, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে শিক্ষা দেওয়া এবং মুখের দ্বারা আদব দেওয়ার পূর্বে কর্ম, আচরণ ও চরিত্র দ্বারা আদব দান করা।

সত্যই তো বীরের মত প্রতিজ্ঞা আর ভীরুর মত কাজ দেখালে নিজের মূল্য থাকে কোথায়?

জানো তো ভাই! আমলহীন আলেমের উপমা হল সেই দৃষ্টিহীন লোকের ন্যায়, যে অন্ধকার রাত্রিতে হাতে চেরাগ নিয়ে পথ চলে থাকে। কিন্তু একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলে সে কি বলতে পারে? একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি অপর একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কি জাগ্রত করতে পারে? অতএব কখন তোমার ঘুম ভাঙ্গবে ভাই?

'এখনো ঘুমাও তুমি শতরূপা এই কুসুমের মাসে নির্মুকুল!'

মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি-উক্তা থেকে প্রচারিত

দ্বীনী ইলমের নির্ভেজাল শিক্ষার জন্য আপনার মাদ্রাসাকে সাহায্য করুন।

ঠিকানাঃ- পোঃ পিচকুরি, জেলাঃ বর্ধমান, পঃবঃ ৭১৩১২৮, ফোনঃ ০৩৪৫২২৫০২২৫